

প্রথম প্রকাশ, ১৯৭১

প্রকাশনার : হামিদুল ইসলাম, বিউটি বুক হাউস  
৩৭, বাংলাবাজার, ঢাকা ১। মদ্রণে : এম. এ. এম.  
খান, দি ক্রাউন প্রেস, ২ শ্রীশদাস সেন, ঢাকা ১।

উৎসର୍ଗ

କବି ଯଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ

କବି ଜୀବନାନନ୍ଦ ଦାଶ

ପରମ ଅକ୍ଷାତାଞ୍ଜନେଷୁ



## মুখপত্র

চিরটাকল আমার তুমি কষ্ট নিলে শুধু।

এখন শ্রুতিবাবিকীর কুসুমগন্ধ ভিড়  
আঙুলপুষ্পে দেনার ডোবার মৃত্যুটুকু, ভিটেমাটির  
সমস্ত স্বার কাঁপিয়ে বর তুলল চৌচির,  
চিরটাকল তুমি আমার নাগালছোঁড়া নীল;

আকাশ যেমন মেঘের ছাঁনে নামিয়ে এনে মুখ  
হঠাৎ ঝুড়ির ঘূমের মধ্যে উলুকে নিয়ে সুখ  
পরকনেই বজ্রহানা কড়ের ধুকপুক,  
চিরটাকল তোমার কলো চোখের বিবে নীল;

সময় তাকে প্রবল হাতে হারায়,  
ভিড়ের স্তর চেনা কপটি দাপিয়ে কড়া নাকায়,  
কোরার পথে চাপা বিবান ডাঙে মুকের খাঁচায়,  
চিরটাকল তোমার শুদ্ধসারঙে বিদ্ধ করে আমার আতঙ্কিত নীল;

চিরটাকল আমার তুমি কষ্ট নিলে শুধু  
স্তম্ভের বাহির জুড়ে এখন পথ গিরেছে ধু ধু।।

## অনুক্রম

অকালগোচর ৯, ইচ্ছার ভিতরে ১০, সর্বদাই ভয় ১১, সনেট : এক ১২, সনেট : দুই ১৩, স্বপ্নশূন্য ১৪, সাক্ষর ১৫, রাগ শেষ হলে ১৬, দহন ১৭, অনিশ্চিত ১৮, স্বপ্নবৈয়্যিক ১৯, তবু কেন ২০, অকারী প্রবক্তা ২১, অপরা ২২, শিঞ্জর ২৩, মানবিকী ২৪, অলীক ২৫, কবি ২৬, আত্মঘাত ২৭, তেত্রিশ বছর গেলে ২৮, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ইয়েটস্ ২৯, ঘাতক ৩০, আমার কবিতাবলী ৩১, অমিলিত ৩২, জীবনানন্দ ৩৩, অপরাধবতা ৩৪, ভাসান ৩৫, গমোট ৩৬, ভালোবাসো ৩৭, অপরিমীমাণা ৩৮, চিতাকার ৩৯, গ্রন্থান ৪০, ফেরা ৪১; অনুভূতিমালা ইদানিং (১)৪৫, অনুভূতিমালা ইদানিং (২)৪৬, অনুভূতিমালা ইদানিং (৩)৪৭, অনুভূতিমালা ইদানিং (৪)৪৮, অনুভূতিমালা ইদানিং (৫)৪৯, অনুভূতিমালা ইদানিং (৬)৫০, অনুভূতিমালা ইদানিং (৭)৫১, অনুভূতিমালা ইদানিং (৮) ৫২, অনুভূতিমালা ইদানিং (৯)৫৩, অনুভূতিমালা ইদানিং (১০)৫৪, অনুভূতিমালা ইদানিং (১১)৫৫, অনুভূতিমালা ইদানিং (১২)৫৬,

মধ্যদিনের বিজ্ঞান বোদনায়



## অকালগোচর

বড় অগোচর পাপড়িফোটানো খেলা  
তোমাকে ফোটালো কৈশোরকের বৃত্তে  
নীলে বিবাক্ত নয়নের পথ চিনতে  
মিছে খোয়ালাম অকালবয়সী বেলা;

অথচ হৃদয় রোদ্দুর বড় রোদ্দুরে  
ফসল ঝরানো হাওয়ার ছোঁয়চে পোড়ে  
হৃদয় আমার কোন মাধুকরী ঘোরে  
রক্ত ফোটালে সারা নিসর্গ জুড়ে।

রক্ত ফোটালে সারা নিসর্গ জুড়ে।  
আমার ঘরে চারপাশে তবু স্বপ্নজটিল পথ—  
কি করে ঘেরোই কি করে বেরোই রক্ত এ দেহজ্বরে  
তোমার দুচোখে অবগাহনের মত।



## ইচ্ছার ভিতরে

ইচ্ছার ভিতরে ছিল স্বপ্নহীন শোক,  
নির্মম মরণশীল হাওয়া এসে ভরে দিলো ঘর;  
চারিদিকে অতিক্রান্ত বিকেলের কয়েক পলক  
ঝরিয়ে গিয়েছে কিছু কুধিবের বিবর্ণ অক্ষর;  
মৃত আগুনের নিচে যেন কারও হৃদয়ের শব  
প্রেমের সন্ত্রাসে থেকে জন্ম দেয় ইচ্ছার সংক্ষোভ।

তবু স্থিত অবসিত বিভ্রমের মত চন্দ্রালোকে  
আহত আহত তার লুপ্ত এলো কেশে  
স্তন গ্রীবা গাঢ়তাকে যোপে বা অক্ৰোশে  
বিবর্ণ অক্ষরগুলি পুন্পিপ্ত করেছে তার যুবকের শোকে।

## সর্বদাই ভয়

সর্বদাই ভয় হোলো। অহোরাত্র এই হাওয়া পাছে  
আমাকে ত্বরিতে বাঁধে দীপ্ত নীল বাহুতে মোহন,  
কখনওসখনও কবে আশ্র তব্বী হৃদয়ের কাছে  
অলোলামলকাবলী যদি ফের ফেরে প্রাজ্ঞ মন।

তোমাদের পাশাপাশি সূর্য এলো, পাখিও সঠিক,  
লাখো মুক্ত দিন ঘিরে যাত্রা শুরু, আশার ডালিম  
কেবলই চঞ্চল হাত ছিড়ে নিতে চায় যা অলীক;  
নির্মূল ময়ূনে মন আমাকেই দাও ফিরে হিম,  
মর্মের গভীর শীত নিরাসন্ন আততির তীর  
হাজার ঘরোয়া ছিড়ে ক্ষুধাতুর ডেউয়ে ছিন্নশির।

তবু যে প্রবৃদ্ধ কাল ভেঙে ফ্যালে জীবনের জড়ে,  
সমূহ-সঙ্গতি ভেঙে তাই মানুষ নিজেকে গড়ে।  
সর্বদাই ভয় হয়— প্রজ্ঞার বিলাসে যদি ভুলি  
রোদ্দুরের দান এই মায়াবীসফর দিনগুলি।।

### সনেট : এক

তুমি জানো হাতে আছে মাত্রই কয়েকটি যে মেঘ  
 বিতরিত হতে হতে নিত্য 'তা' নিঃস, তাই চোখ  
 তুলে তাকালেই পাছে ধরে ফ্যালো সেই প্রবলক  
 বিয়ল ঘাসের মত জেগে থাকা ভিখারি আবেগ,  
 আমি কেবলই তোমার শস্যের ইচ্ছার থেকে দূরে  
 গড়ি ইউ পাথরে প্রলম্বান মেঘের কপিড,  
 যেন নীল গিরিবর্ষা ছিড়ে প্রাণের অর্বল বৃক  
 একলা বিশাল জয়ে স্বপ্নময় ওয়েছে পাথরে।

বড় পরিণামহীন কেটে গেলে দিন পরিতাপে  
 আজায় কুয়াশা ছিড়ে কেন এসে দাঁড়াও যান্ত্রিক ?  
 না কোনও নীলাস্ত কলাঘাতে নয়, পরাজয় তুলে  
 বিমর্ষ নীতল চাঁদ এবার বিদীর্ণ করো নিঃশব্দ প্রতাপে;  
 পাথরে প্রকল টান, ভাঙো শেষজয়ে জড়-যন্ত্রণা নির্মোক  
 জাগাও সবুজে নীলে মুক্তিকান্তনিত ভালবাসার আলোক।

### সনেট : দুই

নিয়ত উচ্ছন্ন যুদ্ধে দৃশ্যে দৃশ্যে বেঘোরতাড়িত  
তোমার তুলনাহীন কাঠঘুণা জ্বলন্ত সোনার  
দেহ বড় তুচ্ছ তুচ্ছতায় ভরে এই অপ্রাকৃত  
অপার নীলিমা ফুঁড়ে জেগে-ওঠা ভোরের সংসার,  
যে ভালবাসায় বাঁচে তার কাছে মৃত্যু সবই আর;

নিরাপদ ঢাকা ভেঙে উঠে আসে দীর্ঘতম হাত  
বিড়ম্বিত রোসে ও ছায়ায় ভাঙায় শীতাত্ততার  
ক্রিষ্ট ঘুম; রক্তে নেমে পড়ে যেন লাল অপঘাত ;  
বহুকাল পরে ফের মনে পড়ে যায় সুন্দরের  
চালচিত্র যা ছিলো একান্তভাবে নিজস্ব তোমার

বিদায়রহস্য; ধ্বনি আর ধমনীর ভেতরের  
যাদু তোমারই আঙুলে উদ্ভিন্ন বিশ্বয় দোতরার;  
তবু যা স্মৃতিরই ধ্যেয় তার নীল বিষমের অঙ্ককার  
থেকে মুক্ত করে দিতে সাধ ছিলো শৃঙ্খল কবিতার

## স্বপ্নশব্দ

বড় যত্নে বর্ষিত তোমার এই লঘুচারণার  
 আপাতকেশরগুলি, জানা আছে গন্তব্য কোথায় ?  
 এই যে সযত্নে সাজো পরিমিত রঙীন কেতাবী,  
 যা ছিল সম্মত শাস্ত তাকে দাও লোভাতুরতার  
 মায়া বা অজ্ঞেয় হিংসা, জানো, অগ্নি বাতাসের দাবী ?  
 মুহূর্তে জ্বলন্ত জীর্ণ স্বভাবে যা ঘুমন্ত ও নীল  
 কোনও বেড়া পরিখা দেয়াল কবে পেরেছে সৈকাতে  
 তার স্থির লেলিহ্ন হনাতা : এই মৃত জৈব প্রাতে  
 শিখায় নৃত্যের ছন্দে জন্ম দেবে তা-ই সাবলীল ?

জীবন তো একবারই দিতে পারে শোধ ঘাতকের  
 ছুরি : একবারই মুখোমুখি অন্য হৃদয়ের।

## স্বাক্ষর

কথাই মূর্তির মত, দৈবে মানবিক  
 ভূমি আমেয় প্রপাত ;  
 শয়নে পদ্মার হাসি, চৈত্র উমাসিক  
 দুদিকে জ্ঞানলা বন্ধ রাখলেও রাত  
 মেঘের গর্জনময় কথা কয় ঠিক।

এ ভাবে নিবিক্ত ছিল নাবিক কম্পাস  
 নদী প্রস্তুতিগভীর;  
 ধ্বনি বা শব্দের খাঁজে পুরে দিয়ে জিভের আগ্রায়  
 মেলানো গেলনা তবু হৃদয়ের চিড়,  
 ছিঁড়ে ফেলি তোমার বাহ্যল্যময় বাস।।

কোথায় রহস্য রাখে কোনখানে শর্তহীন দান  
 কে জানে, অলভ্য চাঁদ আহুত করেছে তবু প্রাণ।

রাগ শেষ হলে

কেন আসো অনিকেত প্রত্যয়বিহীন  
 পাম্পরিকভাবে রাখো ভাসমান  
 মুখ ও মদিরা : টের পাই বসতি বিলীন  
 মানুষের সমস্ত প্রত্যাশা, শূন্যস্থান-  
 পূরণের খেলার মতন মনে হয়;  
 ছক ও খুঁটির দান ঠিকানা পালঠায়।

তবু আসবেই তুমি নিয়তিনিশ্চিত  
 যেমন বসন্ত আসে অভ্যর্থনাহীন  
 মাঠে, দেয়ালের খাঁটি ছাড়ে বার্তাহীন  
 দিন ; এবং নিজস্ব মন্ত্রে পুরোহিত  
 ঢাকে দায়, শঙ্কা, হিম— মাংস চেরায়ের  
 শব্দে জেগে ওঠে প্রেম, ধ্বংসিত স্বর্গের  
 থেকে খসে পড়ে রক্তে শেষ অনুদান;

রাগ শেষ হলে থাকো রোদ্দুর সমান।।

দহন

দান নয়, বাসনাও, প্রাণিত অঙ্করে  
 যতদূর যাওয়া যায় প্রত্নশোণমূলে  
 ছন্ন মানবের হাত চেতনা পাথরে  
 ছেনেছে উলঙ্গ মজ্জা পরিচ্ছন্ন খুলে,  
 রক্তে যে ফেরারি হাওয়া মানব খনিজে  
 কি চায় কি চেয়েছিলো বোঝেনি সে নিজে;

তবু দাহ গোপনে মেধাবী করে হার  
 তোমার কটাক্ষবিষে কুসুমে টঙ্কার।।



## অনিঃশেষিত

ভেতরে প্রত্যাশাহীন বসে আছে, রোদ্দুরে ছড়ানো  
 আলোকরঞ্জনী কিছু বেবছাওয়া জরোজ্বত নীলে  
 রক্তের ঘটনাভূমি মুহূর্তে ভুলিয়ে আনে, জানো  
 কোথায় পতাকা ওড়ে পল্লবিত হাতখানি দিলে  
 একবার সহস্য গহুরে; অপরিমেয় যে শিখা  
 বারেবারে যুগান্তে ডেলেছে লাল অলৌকিক খরা  
 সেই পারে ঢেকে দিতে আজানুলবিত ফুট জরা  
 দারুণ রেশমে, অভর্কিতে এসো উপাসিকা,  
 প্রবল তোমার প্রবল স্তনভার সম্যাসী হাওয়ার  
 চৈতালুষ্ঠনের ফ্রোথে মুক্ত হোক, অলঙ্ঘ্যবর্তিকা  
 জ্বালাও পূড়ায় দেহ অর্গল ছোটানো জ্যোৎস্নায় :

ওধু ভয়, এখনই ফেরালে মুখ শাসিত পল্লবে  
 সমস্ত জীবনসন্ধি ওই দিকে বেঘোর ছোটাবে।।

### স্বপ্নবৈষয়িক

কিছু লোক চিরদিনই হিসেবে সঠিক  
কিছু আছে আবেগ দুরন্ত,  
কে আর আমার মতো স্বপ্নবৈষয়িক  
অলীক আঙুলে মোছে যত জৈবরক্ত!

এ' ভাবেই এসেছিলো পরিধিবিহীন  
চন্দন বীজের শেষে প্রতিশ্রুত লাল,  
এ' ভাবে বৃষ্টির পরে রামধনু দিন  
অনবধানতাবশে রহস্য রুমাল।

চারিদিকে ফিস্‌ফাস্‌ অজ্ঞান সংশয়,  
বিষয়বস্তুর দেনা ভিটেই বিকোয়।  
কেবল আমার পাশে বেড়ে ওঠে আগাছা কঙ্কর  
কেবল আমার পথে পড়ে থাকে বণহীন ইট,  
আজন্ম দাসত্বকল্প কেটে গেলে তবু স্বপ্নকীট  
এখনও বন্দীকল্পে ঢেকে রাখে বস্ত্রে রত্নাকর!

## তবু কেন

শেষ ট্রেন চলে গেলে নীল বনান্তরে  
খালসিটোলার পথে কথা ছিল ঠিক,  
প্রস্তরফলক থেকে হে বৃক্ষ নাবিক  
দিক্‌বালিকার মত ওড়ালে নিশান  
যেদিকে জলের ধারা খোঁজে করতল,  
যেদিকে সমস্ত রাত জ্বলছে লঠন,  
কেবল আসোনি বলে শাগিত চঞ্চল  
বাতাস করেছে কিছু ফুলেল গর্জন;

তীর্থের মানত ভুলে তাই কেউ আজও  
মাচায় ওঠালো লতা মৃত্তিকায় বীজ,  
উলস শিতকে দিলো রোদের তাবিজ  
এবং তোমাকে নারী শব্দের আওরাজ।

তবু কেন, তবু কেন—থেকে, থেকে, থেকে,  
বিষয় করাত কাটে মৃত নাগরিকে।

## অকারী প্রবজ্যা

পাথর সবুজ হল কুমারীর হাতে ;  
কঙ্কনে ছন্দিত নায়ু, স্বপ্নে চোখ মারি,  
উড়ন্ত চুলের ঝাঁক সেই পশ্চপাতে  
বিবাস্ত বয়সে সাঁটে হিম তোকুমারি।

ফুলের আশ্বেষাট ঘিরে রক্তচাপ বাড়ে,  
কীটের আসন্ন রীতি করেছে বয়ন  
তার দীর্ঘ লোল বেণী, ওই জ্ঞাতসারে  
পাথরে শরীর ছাপি ছাঁচি হেমন্তন।

চুষনে অনধিগম্য, চেতনা গ্রহির  
চেয়ে দীর্ঘ ওই শোণ মানবীর দেহ  
নিসর্গ প্রাকৃত করে, ধমনী-অস্থির  
ফলা খুলি উপড়িয়ে আনে স্বপ্নদ্রোহ;  
মানুষ উচ্ছন্ন চির, যাযাবর সজ্জা  
অ-কারী লাভশ্যে ভরে তার এ'প্রবজ্যা।।

## অপরূপা

আবার রহস্য ফিরে এলো, ভেতরের নম্র স্বাদে  
 এমন শৃঙ্খল ছিল ডানায় জেনেছে স্নায়ু তার  
 কতটুকু, ময়ূর পুচ্ছের ছন্দ মেথের বাহার  
 লাঙলের ফালে ছিন্ন বীজ হয় আগুর আবাদে,  
 তুবও আমাকে তুমি কি করে রেখেছো স্বপ্নবশ  
 নিজের কামিনভিক্ষু দুপুরের নীল কবিয়াল ?  
 তোমার শহর ঘিরে মণিমালা বাদামি খসখস  
 টাঙালে রোদের গন্ধে, ঢাকতে পারলেনা ইহকাল !

মানুষের ভেতরে মানুষ খাই মারে, যেন ধমণীর শীত  
 যেমন হাওয়ার রাতে পাহাড়ে বর্ষার জলে চমকায়,  
 যেমন উচ্ছ্বস তাঁতি হাড় হয় রাড়ের শ্যাওলায়,  
 চিবুকের ঢাল দেখে মুক্তাতমুরের হিতাহিত  
 ডুগডুগি বাজায় কিংবা পাখির শিসেরও মত হয়,

ভেতরে ফোটাতে বলে বাহিরে কি এত রক্তময় !

## পিঞ্জর

পশমশুটিকা নিয়ে আয়তসজ্জারী  
ওই আঙুলের খেলা তুলে আনে ছক,  
ভয় হয় ব্যবহারে, রক্ত গোলাপের  
বুকে আনত ওষ্ঠের মত প্রবঞ্চক  
আমি তার রহস্যের দরিত্র ভাগারী;

নিড়ানিসম্বল চাষা আলো-জ্বলা-ধানে  
নেমে যায়, ওই হাত শস্যের নিবাদ,  
ভুলে ভুলে নিতে চাও তামস শিল্পের  
পটে রহস্যমূহুর্ভয়ন সে বিবাদ,  
নিকটে ঈশারা রাখে দূরাবগাহনে;

আমার শিকড়ে তুমি রাত্রির শৃঙ্খল;  
উজ্জ্বল ক্ষুধিত দিন সাজ্জালো মাস্তুল  
ইমারতশিল্প ভেঙে, তরঙ্গসঙ্কুল  
তুফান ওঠেনা শুধু উদ্ভিদ স্বচ্ছল  
পাড়ের মাটিতে গাঁথো শ্রাণের নোঙর,  
কটাক্ষকমতা ঘিরে ডানার পিঞ্জর।

## মানবিকী

শীতের দিনগুলি লিপাসী বুড়ো রোদে  
 পা ফেলে সমতাল যাবেনা গৃহটুই,  
 অথচ ধোয়াশায় ক্রমিক বাড়িগুলি  
 মেলছে লোলজিভ রোমশ বিববোধে;  
 ভেতরে অতিকায় ও কার নীল খোঁপা  
 বেঁধেছে ধাতুফাঁসে, যুমনো শিকড়ের  
 বিদারী মূলরোমে সেই কি ভাগীরথী  
 অথবা বলরাম জীবনীফলকের ?

ভীষণ ধীরে ধীরে পাথর বাহুপাশে  
 চেতনা-শ্বাসরোধে, সূঠাম দেহ তার  
 জ্বলছে নীলশিখা মানুষ করে যার  
 অমৃত জরায়ুর অচল অভ্যাসে;

কে রাজা দিলি শাপ, নেই কি কোনো ত্রাণ ?  
 কদী সিসিফাস ভাঙছে চেতনায়  
 গহীন শ্বাপদের পুরোনো কুখা ভয়;  
 জীবন রীতি নয়, আয়ুতে মেধাদান  
 দেহকে ঘিরে দেয় বেদনা-পরিধান—  
 সেই তো মানবিক শিকলহেঁড়া জয় !

## অলীক

তোমার নিখর মুখের আড়ালে স্মরণীয় এতগুলি রেখা  
কি করে যে পাথরে ফোঁটায় ফুল অমল উদ্ভাসে  
ভেবে ভেবে কালান্তরহীন এই আঁকুটে পঁয়ত্রিশে  
এখনও সমস্ত সঙ্খ্যা একটি ভিখিরি হাত মেলে ধরে একা;

বয়স নামক এক বিস্ফোরকে এতকাল এতকাল এত  
সমর্পিত গ্রীবা থেকে উদ্ভাসিত হতে হতে ছদ্ম্বার কেশরে  
খাড়াই মাস্তুলে নেচে যদি কিছু অধঃপাতে যেত,  
সোনালি চাঁদের চিরপরিচিত শাগিত ঝর্পরে  
ধাবা নখ দেশলায়ের মত ছেলে অস্থির গোত্রাসে  
তোমাকে সম্পূর্ণ খুঁড়ে ভেবেছি যে ফিরে যাবো  
প্রোথিত শিকড়ে,

তখনও তোমার মুখে নিরন্তর অলীক মৌসুমী  
ঝড়ুর আবর্ত থেকে দ্বিধাহীন একাই ফোঁটায়  
আমার সায়াহ ঘিরে নির্ণিমেষ রক্তাক্ত দুপূর্ব,  
ফেরায় ফুলের গন্ধে অলৌকিক নীল বনভূমি।।



## কবি

কাল ও বিভাসা তাঁকে দেয়নি সঙ্গতি,  
 আকাশ-আলস্য ভেঙে মাঝেমাঝে হাই,  
 গলা ঝাড়ে তোলে হাত বেরোয় বিড়তি,  
 শব্দের চাকর ওই সুদীর্ঘ মেরজাই।  
 দ্যাখো তারও লোল হাতে পুরোনো আভস  
 জাগায় সূর্যাস্তরঙে শিথিল চিকন;  
 লুকোনো সোনার থালা, জ্যোৎস্না জাদুবশ,  
 দারুণ বসন্তে পূর্ণ পৌরাণিক বন।

ওয়েছে কবির শব পুতিগন্ধ ভুঁয়ে;  
 খুলে দাও গলাবন্ধ ইরানী গোলাপ,  
 কোথায় স্তাবকবৃন্দ, এসো, দ্যাখো ছুঁয়ে,  
 গোণো পাঁজরার হাড়, এবং সস্তাপ;  
 দ্যাখো সে তোমারই মত, জীবন্ত পাবক  
 রেখেছিলো যুপকাঠে এ মর্ত্যমাদক।।

## আত্মঘাত

পলকে তোমায় দেখে আত্মঘাতী হই।  
আমাকে সংবেদ দিলে হায়রে কৃপণা;  
নিহত পাথরে বোধ সে কতটুকুই  
ফেটিবে অন্ধরে ফুল পোড়া থামে কি শীর্ণ জ্যোৎস্না!

ফাটলে গচ্ছিত ঘাস পাথরে প্রপাত  
অপেক্ষায় ছিল তুমি কখন তোমার  
স্পর্ধিত ইচ্ছার বেগে এই অধঃপাত  
মিথ্যা করে ফেরাবে চিকণ নীল ঘাড়,  
তবু সেই অগোচর-লালিত স্বপ্নের  
অস্পৃশ্য ওষ্ঠের লোভে বন্দী সিসিফাস  
নীলাভ শিখর থেকে নেমে এসে ফের  
ঘৃণার মুঠোয় ধরে উদ্যমের ত্রাস,  
তেমনই তোমায় দেখে আসসে শোণিতে  
শিখের উদ্ভেজ ফেলে নেমে যাই মরণের শীতে।।

## ঘাতক

ঘাতক দিয়েছ ভেঙে সবুজ প্রবহ  
 অতর্কিতে বুকে আসা ছন্দের বিভাব,  
 ধূসর পাথরে মৃত  
 মুমূর্ষু কপিলে কুশ  
 নদী এসে মোচড়ায় দেহ যে বালুতে  
 গেকুয়া পালের স্মৃতি বয় তার শোণিতে মণিতে

গোধূলিবয়স্য আমি চিতাকাঠে তোমাকেই চাই ।।

## আমার কবিতাবলী

আমার কবিতাগুলি      শ্রান্ত পথেরে খাবলী  
 তুমি কি মাড়িয়ে গেলে ?  
 উদাসী ভাস্করের খরা      আজানুলবিত জরা  
 সেবেনা আঙনে ছেলে ?  
 ওই যে ছন্দিত খাস      বাহুল্যে বর্গিল বাস  
 পলকের নীল পঙ্খপাত  
 লুপ্তি থেকে তুলে নেয়      যেন ক্ষিপ্ত রচনায়  
 মেঘের গর্জনময় রাত ;  
 তোমার বয়স আর      ছোঁয়না এ' হাহাকার  
 ঝুঁড়ে আনে প্রহু প্রাণঘাত !

### অমিলিত

সেতনের ছায়া নিয়ে সবুজাড ওই  
 সে আমার কেউ তো ছিলো না,  
 এই গ্রহ যেন তার হাসির মুঠোয়  
 এভাবে দিয়েছে ছুঁড়ে তৃতীয় নয়না;  
 ছিনতাই করে নিয়ে অরতী যন্ত্রণা  
 কখন ফেলোছে গোঁবে অনুভূতিমালা  
 শব্দসূচ্যে, যেন রক্তে ভুলবে মিনার  
 অথবা অশনিময় করে দেবে খোলা  
 দিনান্তে ধমকে দেওয়া মেঘের সংসার

দিনান্তের অবেশণ।

## জীবনানন্দ

চাঁদের সম্পূর্ণ গোল

ঝুলে আছে আজও ঠিকই স্মৃতির শাখায়,

ফিরে এলে তবু তুমি তাকে তো পাবেনা

ভূমধ্য সাগর-ভাঙা আজ রলরোল

তোমাকে চেনেনা সুরঙ্গনা

মহনীয় আওনে কি উজ্জ্বল এষণা!

আবেগ দলিত করে উঠে গেছে শহীদ মিনার

বসন্ত সূর্যেরই ভাণে ডাক দেয় কি যুধযাত্রার?

ফিরতে বলিনা কবি দেবীর প্রসাদে,

মেধার কগিছ দেখে শুয়ে থাকো অ-মানুষী ঘাসে।

চারিদিকে শূকর শিংকার আর শূকরীর প্রসববেদনা,

ফিরে তুমি এসো না এসো না।

ইমারত পিঙ্করের আলোর তাড়সে

ফিরে এলে এমন কি শূন্যতাও ফিরে তো পাবেনা।

অমৃতলোক- জীবনানন্দ শতবর্ষ সংখ্যা।

## অপরাভবতা

বিকেল পড়ন্ত হলে ভুলে তুমি এলে  
শাঁখমাজা মুখে ঈশ্বরপ্রেমিকা নারী  
মানুষ দেখলে যেন স্যাঁতাপড়া ছবি;

নিশুতি রাতের কালি লেপেছো দেয়ালে  
তুমি নিয়ে এলে শুধু পশু হানাদারি  
আমার দক্ষিণে হাওয়া ঝরায় অভাবী;

চেনা শোচনীয়তায় যাবতীয় ভয়  
ও ভরসা রেখে কিছু অভিকর্ষে আছি  
পরস্পর ক্রমিক শরীরী, স্বৈরাঙ্ক শূন্যতা;

তবুও অ-যুথ হৃদয়ে অ-মৃত প্রত্যয়  
জীবনে ছড়ানো, ঢেউ কামড়িয়ে বাঁচি  
হলেই বা দলছুট অ-পরাভবতা ।।

## ভাসান

দূহাত লুকিয়ে তুমি বুকে এলে তার,  
 দিলেনা কিছুই, শুধু নিলে যত খার,  
 গড়ে দিয়েছিলে ও স্থূপ মেঘের ভার,  
 বৃষ্টি ঝরালে, সেও দেখি তারই রোদনার।

কিছু নেই বলে তুলে দিয়েছিলে মুখ,  
 দেহ ছুঁয়ে দিলো সে মুখে অগ্নিচুমুক,  
 আরো কিছু বলে যবে খুললে ও বুক  
 জানি, জানা হল ব্যথা বৈতানৈবত সুখ।

মুহূর্তে ব্যথা জীর্ণ করলো জীবনের নীল ভেলা,  
 চিতাকাঠ সাজে, এসো খেলে যাই ভাসানের শেষ খেলা।



## গুণমোট

ঘোষ বর্ষা। কাদাজলে কোথা দুর্বা ফুল  
 বেলাপাত্রে --- তবু চাই নিত্যসেবা তোর?  
 'হা কৃষ্ণ আমার, ঋণ রাধিকার কুল'।  
 খেয়ে তৃপ্ত, ভাবলেন পুরোহিতবর।

কৃষ্ণ না জানালে তবু আকাশের গায়  
 হঠাৎ আলোকমেঘ রাধাকে দেখায়,  
 বর্ষা ভেঙে নেমে যান স্রোতের পৈঠায়,  
 পিছনে আগ্রুত কেশ ক্রন্দন ছড়ায়;

মস্ত ভুলে পুরোহিত তুলে নিলো ফাঁস  
 ভেতরে গুণমোট মেঘ রোধে তার শ্বাস।

## ভালোবাসো

ভালবাসো হে ভালবাসো,  
ভাল বাসার জন্যে কেন ভাসো।  
রোদ্দুর পুড়িয়ে দেবারও পরে  
বৃষ্টি এসে পোড়াঘায়ে ঝরে,  
ভেতরে ভুবিয়ে তাই তোলো আমাকেই  
ডানাহীন, তবু দিলে হঠাৎ উড়িয়ে?  
স্বপ্নের পালক ভিল্ডে যায় যদি জড়িয়ে  
পড়ে যাই মাটিতেই পোড়ামুখ মুচড়িয়ে,  
কে দেবে বুলিয়ে হাত, ভালবাসা নেই,  
প্রাণনের জলে ভাসা তক্তাটুকু সে-ই ॥

## অপরিসীমানা

‘পথ কি নিজের শেষ জানে’? বলে যেই  
 পালাতে গিয়েছি, ধাতব চোখের মুঠি  
 চেপে ধরে বাউতুলে ভুলো হাত দুটি,  
 ‘ও সব বেটপকা কথা মেঘ বাড়াবেই  
 তার চেয়ে এসো বসো চারটি খেয়ে নাও,  
 তোমার না ভিড়ে ভয়— বরং জাগাও  
 নির্জন সেতার ঝানি, পায়নি আদব  
 বহুকাল, রিক্ত হাত রক্কে কিছু ঝড়  
 দিক তুলে। সব পথ জেনো আগ্নেচবে  
 ‘ফিরে গেছে পথ ভুলে যুগল অন্তরে’.

ভিড় কিম্বা নির্জনতা দিকশূন্যতায়  
 রাস্তা হাবায় বলে বোদ্দুর চন্কয়’

## চিতাকাঠ

চিতাকাঠ সাজানো হয়নি। ঘরে তিনি শব।  
 ব্যস্ততা বাড়ায় কটা মাতাল ও ভাঁড়;  
 সান্ত্বনার ছলে হাত দেহে ভাঙে জাড়,  
 ওদিকে স্রোতেব বুকে শোঁ শোঁ হাওয়া রব।

ক্রমশ শীতল শীর্ষ ঢেউ শিরাগুলি;  
 কান্নার অন্তরস্থর নারীকে নুঁচছায়,  
 তাপহীন আলোহীন এ কলকাকলি  
 কুচি ও বিবেকহীন কুঠার চালায়,  
 লুপ্ত হয়ে গেছে আজ মহানুভব মণি  
 তাই তো উৎসের পায়ে এ মাথা ঝোঁড়ানি!

## প্রস্থান

রঙিন ছাতার নিচে হেঁটে গেলে তুমি  
দূর থেকে দীর্ঘতর হয়ে যায় সমস্ত ভাবনা  
যেমন নিজের ছায়া অকস্মাৎ বেড়ে ওঠে কপিশ রোদ্দুরে;

কে বলবে তুমি ছিলে সেলায়ের ফ্রেমে  
রিফুকাজে, যেমন শিল্পের কাছে নত হয়ে আসে দুঃখ, যেন  
বালিয়াড়ি ভেঙে ফেলে চলে আসি তোমার প্রবাসে।  
কোথায় দরোজা আছে কোথায় দরোজা  
খুলে দিলে অন্তহীন সিঁড়ি  
সমস্ত মিনার রঙিন মিনার কাছে উল্লসিত

অলিন্দ প্রকোষ্ঠ চূড়া তুচ্ছ করে নেমে যায় মধুরকব্যয়ে;  
কে বলবে তুমি ছিলে কোমরে জড়ানো শাড়ি  
এলোকেশ, পায়ুর আশ্বেশে একেবারে আগ্রাসী তালুতে!  
রঙিন ছাতার নিচে হেঁটে যাও তুমি,  
উচ্চকিত কাঞ্চনের কাছে হেসে কথা বলা কেন  
হাড়কঙ্করের মত মাজা মুখে—  
আমরণ একটি পালঙ্ক থাক তোমাকে পোয়াতে  
লেবুপল্লবের মত সুগন্ধি চুলের ঢলে নেমে  
বিদ্যুতের মত খসে যেতে।

এখন তোমার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে  
হাঁটুতে তামার বেড়ি উঠে আসে বাক্তে তাবিজ,  
তার চেয়ে ভালো এই অমানুষ শুয়ে, শুয়ে থাক।  
তোমার গরদরঙা তনতনে শরীরের কাছে  
যেতে পরিশ্রম বড় পরিশ্রম—

রঙিন ছায়ায় নিচে হেঁটে যাও তুমি  
কোল পেতে বসে আছে কত না হাড়র কিছা ফেউ।।

ফেরা

বিদায় চাইলেই মুঠি শক্ত হয়ে যায়।  
 ভেতরে স্তব্ধ নদীর কলরব  
 বাইরে জ্বলন্ত জ্যোৎস্নার বিশাল শরীর  
 প্রতিদ্বন্দ্বীর মত উঠে আসে,  
 তার অলীক করতলে জেগে থাকে তোমার অমলতা।

তখন

চারিদিকের এই মাইল মাইল সন্ধ্যাস পার হয়ে  
 দেয়ালে লটকানো সব প্রতিশ্রুতি নিঃশব্দে পুড়িয়ে  
 আমি আর একবার দাঁড়িয়ে উঠতে চাই  
 যেখানে তোমার মত তুমি ছাড়া আর কেউ নেই  
 যার কাছে নতজ্ঞাপূ হলে  
 সমস্ত শৃঙ্খল যেন মসৃণ পালক  
 জেগে ওঠে  
 হলুদ রোদ্দুর ধোয়া ঘরবাড়ি আঙিনা কুসুম।



শেষবেলাকার শেষের গানে





## অনুভূতিমালা ইদানিং

১

সন্ধ্যায় সবাই আজ ছড়িয়ে পড়েছে বনের রহস্যে।  
 মাদুরে আদুড় জ্যোৎস্নাও শুয়ে আছে পাশে,  
 ঘন দীর্ঘ গাছ ঘিরে পাতার ছটলা  
 পাখির শিংকার শিস্,  
 চতুর্দিক ভরে ওঠে তবু কেন বাঘের আশ্রাণে—  
 ওইখানে পড়বে কি শববনস্পতি  
 পণ্য কুঠারের টানে? তুমিও কি, তুমিও কি তবে  
 নীল গাছ ডানা মেলে সহজে বেড়েই  
 যাবে, যাবে চলে দূর মৃগনীরলিয়ার খোঁজে?  
 ব্যাঘ্রযুগে কখন যে হরিনী উধাও  
 তুরূপের মত থাকা তুলে নেয় স্বপ্নাদ্য জীবন।

২

তোমরাই, তোমরাই কেউ  
 কখন ছুয়েছো নিজেই জানো না হেসে,  
 অদৃশ্য লাটাই থেকে বের হয়ে আসে ভালবেসে  
 অর্বাচীন মুখকাল ঘুড়ি, হাওয়ার ইচ্ছার ঢেউ,  
 উজ্জ্বল আকাশ ভাঙে বিবাদে মলিন  
 অতলাস্ত শূন্যবাদ কাতারের সীমা ঘেঁবে,  
 বলয়িত শিখরের দিন  
 কখনও উদ্যত মৃত্যুর গাহনে নীল;

তুচ্ছ তব পরিব্যাপ্ত মেঘে সাবলীল  
 আমাকে তুমিই দিলে আকাশে ছড়িয়ে  
 ঠাঁক ঠাঁক রোদ্দুরের অগোচর কুসুমে হারিয়ে।

৩

তবু সব ফিরেই যে আসে  
 মাটির নিভৃত টানে ছাণে বা আগ্রহে  
 দেয়াসিনী, তখন স্বপ্নের ভ্রমে তোমার বাগানে  
 নেমে পড়ি ঘাসে নয় জীর্ণ খরশানে;  
 তোমার সোনালি পা নয় হেঁটে যায়  
 পিষ্ট কুসুমের শবে শুয়ে থেকে স্বপ্নেরা হারায়!

৪

আকটিতট ভূষারত্বে যখন গেছি ক্ষয়ে  
 ঘূমের নিচে ঘুমিয়ে আছো ফোমে,  
 গাঢ় উদাস স্পর্শওলি তখন জমে জমে  
 হিমবাহের মতন ভাঙে জয়ে;  
 যিসাস যেমন পাথর সরান রক্তঝরা হাতে  
 মানুষ শুধু মানুষ জানে কবর ভেঙে উঠতে।

৫

ঘোড়া ছুটে গেলে অঁধি নেমে আসে গহুরে;  
 ভাল লেগেছিল রাজপুত্র যবে চমকায়,  
 বাজেনি কিন্তু কোনও শাঁখ ঘরহারা এই চত্বরে  
 উলু হলু নেই পুঞ্জ নারীর ঝঞ্ঝনায়,  
 সুখে ভেসে গিয়ে দুঃখলীলায় ভোবালাম  
 ও শ্রিয় হে শ্রম তোর পবিত্র বাশনাম।

৬

হাত ধরেছিলে, এখন হলুদপাতা  
 খসে যাবো টুপ করে,  
 রাত শেষ রাত্তা চাঁদ ঘাসের ওপরে  
 সরিয়ে নিয়েছে তার আলোকের ছায়া—

দূরের জানলা থেকে কাছে দরোজায়  
 ফিরে আসে বিশ্বরূপ মঞ্জরিত শব্দহীনতায় ॥

৭

ফুটেছিলো সোনাঝুরি পাংগু টিলায়।  
 নিকট তোমার বাড়ি বর্ষা ভিজে রোদ্দুরে চমকায়,  
 তবু তাকে ঘিবে থাকে নীল ও অমায়,  
 কি ভাবে যে দিতে হবে টোকা দরোজায়  
 আমাকে শেখালে কই?

ঝুললেই

অন্ধকারে ডেকে নেয় অস্ত্রহীন সিঁড়ি  
 যাবো কি নামবো ভেবে অসংশয়ে মবি।



৮

চিত্তার জিভের স্বাদ জানে মজ্জাহাড়,  
 জলাধার জানে জেনো তৃষ্ণার নৈঃশব্দ,  
 অর্ধেক অরণ্য জানে আলোকের স্বন্দ  
 এবং হরিনী পায় বন্দুকের সাড়,  
 তবু তৃষ্ণা তোমাকেই অগোছালো রাতে  
 মেহের অতীত ভোরে পায়নি জাগাতে ।

৯

অবেলায়

সমস্ত বাতাস তোমার মুখের দিকে ছুটে যায়,  
 একরাশ অন্ধকার ফ্রেমে আঁটা তোমার মমতা  
 আঁত ঢাকে চোখ, ভুলে গ্যাছে করুণাহীনতা।  
 আমারও জীবনসন্ধি ওইদিকে বেঘোর হেঁটেছে  
 সমস্ত দুপুরবেলা রোদ্দেরে পরাফুস্বী যেন  
 বৃক্ষ শ্রান্ত শিকড়ে ফিরেছে। আঁত নিশিডাকে  
 চৌচির বনের কুখা ছিঁড়ে ফেলে গল্পের জ্যোৎস্নাকে।

১০

বনের বাইবে

তুমি বেরোলেই আজ লুটে নেবে সমস্ত প্রাচীর।

গোপনে ফেলেছে তাঁবু

শোণিত পাংতল ঘাসে রেখে গেছে মৌন বিস্ফোরক,

এখন অপেক্ষা শুধু

বিদীর্ণ হবার আগে তীক্ষ্ণ হোক আয়ুধ ফলক ॥

১১

এখন সূর্যের আলো নাল ভেঙে নামছে টিলায়,  
 দূর থেকে দেখি, তুমি! বিধে আছে আজও  
 লালপাড়ে বহিঃপারমিতা—

বনগন্ধে ডাসানো শাম্পান,  
 তবু কার বিবজ্জিহা চিরে ফেলে তোমার সম্মতি।

১২

ওক্কা পঞ্চমীর চাঁদ

এখনও কি তেমনই রয়েছে,

তিনিয়বর্ষিষ্কু ক্ষীণ হাসিব বেখায়

শেষ ট্রেন আলোয় জ্বলেছো?

শূন্য মাঠ কিংগুকের লালে লাল

অলীক নীলের স্বপ্নে এখনও মাতল ।

